গণবিজ্ঞপ্তি

দেশে পলিথিন/প্লাস্টিকজাত মাল্টি-লেয়ার মোড়কের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে মাল্টি-লেয়ার পলিথিন/প্লাস্টিক মোড়ক ব্যবহৃত হচ্ছে। এসকল মোড়কের সৃষ্ট বর্জ্য পুনঃব্যবহার বা পুনঃচক্রায়নের (রিসাইক্লিং) অনুপযোগী। এর ফলে একদিকে দেশে সরকারের 3R (Reduce, Reuse, Recycle) পলিসির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে দেশব্যাপি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের অনুপযোগী বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক/পলিথিন বর্জ্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিভিন্ন নালা-নর্দমা, খাল-বিল, নদ-নদী এবং সমুদ্রে জমা হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে–যা মানবস্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

রিসাইক্লিং বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের অনুপযোগী বিভিন্ন মাল্টি-লেয়ার পলিথিন/প্লাস্টিকজাত মোড়কের উৎপাদনকারী/ব্যবহারকারী/ বাজারজাতকারী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিবেশবান্ধব বিকল্প প্যাকেজিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী/ ব্যবহারকারী/বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে "Polluters' Pay Principle" মোতাবেক নিজস্ব খরচে মাল্টি লেয়ার প্যাকেজিং বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

এ সংক্রান্ত একটি "Extended Producer's Responsibly (EPR)" নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর বিবেচনা করছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৪ (১) ধারা মোতাবেক দেশের পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনস্বার্থে এ গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হ'ল।

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়